দৈনিক সংবাদ

16

তারিখ ... DEC. 0 6 1999 ..

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ঢাকা বইমেলা

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ষষ্ঠ ঢাকা বইমেলা শুরু হয়েছে গত ২রা ডিসেম্বর। সময় বাড়ানো না হলে এই মেলা চলবে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য হলো 'মানবিক উন্নয়নে বই' এবং শ্লোগান 'বিকশিত জীবনের জন্য বই'। পক্ষকালব্যাপী ঢাকা বইমেলা প্রথম দিকেই হরতালের কবলে পড়ল। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এই মেলা আয়োজন করে আসছে।

ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একুশে বইমেলার জনপ্রিয়তা ও জনসমাগম দুটোই বেশি। সাধারণত বিদেশী প্রকাশকরা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন না। সেদিক থেকে বিচার করলে 'ঢাকা বইমেলা' সত্যিকার অর্থে বইমেলা। এই মেলায় বড় বড় বিদেশী প্রতিষ্ঠান তাদের বই প্রদর্শনের সুযোগ পান।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বইমেলা সাধারণত আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা এবং গ্রন্থাগারিকদের মিলনমেলা হয়ে থাকে। সেখানে প্রকাশকদের নতুন নতুন প্রকাশনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। লেখকরাও অংশগ্রহণ করেন। কোটি কোটি টাকার অর্ডার দেয়া হয়। বিষয়ভিত্তিক স্বল্পপরিচিত বই সেখানে আসে। আমাদের দেশে বইমেলা সাধারণত বেচাকেনার আসর। অতীতে ঢাকা বইমেলার ভিতর ও বাইরের পরিবেশের মধ্যে একটা আলগা আলগা ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে মেলার পরিবেশকে উন্নত রাখার জন্য আমরা আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের দাম এত বেড়েছে যে, সেগুলো এখন সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এমনকি সচ্ছল পাঠককেও এখন বুঝে বুঝে বই কিনতে হয়। এই ধরনের বইমেলায় বিদেশে প্রকাশিত বেশি দামি বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হলে বই কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়।

অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রকাশনা সাধারণত বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় না। এসব প্রকাশনা দেখা ও কেনার সুযোগ এই বইমেলায় পাওয়া যায়। ঢাকা বইমেলায় যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, সেগুলোও মেলার জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে একটা ভূমিকা রাখে। আমরা এই মেলার সাফল্য কামনা করি। 'মানবিক উন্নয়ন' ও 'বিকশিত জীবনের' জন্য বইয়ের বিক্রি বেড়ে গেলে এই মেলার আয়োজন সার্থক হবে।

বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রকাশনার ছাপা, অঙ্গ সৌষ্ঠব ও অলঙ্করণের মান আমাদের দেশে গত কয়েক বছরে অনেক বেড়েছে। আমাদের দেশে প্রকাশিত বইপুস্তক এখন আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি। বিদেশের বইমেলাতেও আমাদের প্রকাশকরা অংশগ্রহণ করছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত বইমেলা বিদেশী পাইকারি ও খুচরা ক্রেতাদের কাছে আমাদের বই পরিচয় করিয়ে দেয়ার সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের বইমেলা আয়োজনের বাণিজ্যিক দিক ছোট করে দেখা ঠিক হবে না।